সংবাদ

তারিখ ... 30 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ঃ শিবরাম সরকারি আদর্শ বিদ্যালয়

গাইবান্ধা থেকে মফিজুল হক তারা ঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শিবরাম সরকারি আদর্শ বিদ্যালয়। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও এই বিদ্যালয় সরকারি নিয়মের পাশাপাশি আলাদা কিছু নিয়ম-কানুন ও আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে। যা সারা দেশে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্তই শুধু স্থাপন করেনি, একটি মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সোনারায় ইউনিয়নের এক নিভৃত এলাকায় অবস্থিত এ বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা তাদের আন্তরিকতা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছে। বিদ্যালয়টি এখন শিক্ষা সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এ বিদ্যালয়ের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং সাংস্কৃতিক মান এত উন্নত, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার কোন অবকাশ এখানে নেই। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান, বিভিন্ন পশু-পাখীর স্থাপিত মডেল, সুশৃঙ্খল ক্লাসরুম, মনীষীদের অমূল্য বাণীর শিলালিপি, উপকরণভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি, সর্বোপরি নিজস্ব ল্যাবরেটরি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করে রাখে। এ ল্যাবরেটরির পাকা মেঝেতে খোদাই করে আঁকা হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র। ওই মানচিত্রের বুকে স্থাপন করা হয়েছে কৃত্রিম পাহাড়, জলপ্রপাত, বাংলাদেশের নদীয় গতিপথ, আগ্নেয়গিরি আগ্নেয়পাতসহ ভূগোল শিক্ষার বহু ব্যবহারিক সুযোগ-সুবিধা। বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মডেলগুলোকে জীবন্ত প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে শিক্ষা উপকরণের একটি কক্ষ রয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি হোস্টেলও রয়েছে। রয়েছে চিত্ত বিনোদনের জন্য টেলিভিশন। যেখানে শুধু শিক্ষামূলক বিষয়গুলো দেখানো হচ্ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি শিশু কল্যাণ তহবিলও গঠন করেছেন, যা থেকে দুস্থ শিশুদের লেখাপড়ায় সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলার এক নিভৃত এলাকা শিবরামে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একদিনে এ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বিদ্যালয়টি বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন নুরুল আলম। তিনি ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এ শিক্ষক ১৯৮৫ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পদক এবং পুরস্কার পান। ১৯৯৬ সালে শিবরাম সরকারি বিদ্যালয়ও জাতীয় শ্রেষ্ঠ স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। এছাড়া ২০০০ সালে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিও জাতীয় পদক লাভ করেছে। ২০০২ সালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল আলম শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি ডেলিগেট টিমের সঙ্গে ১০ দিনের জন্য চীনের বেসিক এডুকেশন ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি ১৯৭৩ সালে সরকারিকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ১শ' ৭৫ জন। বর্তমানে ৮ শতাধিক। শিক্ষক ছিলেন মাত্র ৪ জন। ১৯৮৪ সালের ১৮ জুলাই নুরুল আলম প্রধান শিক্ষক হিসেবে এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এরপরই শুরু হয় নতুন যাত্রা, নতুন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৯০ সালে এখানে চালু করা হয় হোস্টেল। দূরবর্তী এলাকা থেকে আগত ছাত্রদের প্রায় দু'শ জন আবাসিক হোস্টেলে লেখাপড়ার ও থাকা-খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

বিদ্যালয়ে সরকার অনুমোদিত ১১ জন শিক্ষকের বাইরে বেসরকারি পর্যায়ে আরও ৫০ জন শিক্ষক বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া বাবুর্চি, গার্ড, পিয়ন, ধোপা ইত্যাদিসহ আরও ২৩ জন কর্মচারি এখানে নিয়োজিত। এজন্য ব্যয় হয় প্রতিমাসে প্রায় ১ লাখ টাকা। বেসরকারি শিক্ষকরা প্রত্যেকে মাসে দু' হাজার টাকা করে বেতন পান। এই বাড়তি খরচ মেটানো হয় হোস্টেলে অবস্থানকারী ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মাসিক ফি সাশ্রয় করে এবং বিদ্যালয়ের নিজস্ব বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রকল্প থেকে। হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্রদের প্রতিমাসে ১ হাজার ৮শ' টাকা করে ফি দিতে হয়। বিনিময়ে তারা চার বেলা খাবার, কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থাসহ বাড়ির কোচিং গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র/ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক চর্চার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে ছেলেমেয়েরা অভিনয়, আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্য চর্চাসহ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাপ্তাহিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও গল্প বলার আসর বসে। এছাড়া বিদ্যালয়ের বার্ষিক ম্যাগাজিন, বিশেষ দিনে বুলেটিন প্রকাশ, সপ্তাহে একদিন বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব কাবদল ও প্যারেড দল রয়েছে। শিক্ষা সফরে এদেশে আসা চীন, পাকিস্তান, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের ডেলিগেটরা এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। এখানে এসেছেন শিক্ষা বিভাগের এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা। প্রত্যন্ত পল্লী এলাকায় এ ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখে তারা অবাক হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বিদ্যালয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতীয় আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে। ১৯৯৩ সালে ৯ ডিসেম্বর চাইনিজ বেসিক এডুকেশন স্টাডি ডেলিগেশন বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে একে প্রস্ফুটিত ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন।